আন্দোলন চলছে

‘সংগঠনভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি’ চান না শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

উপাচার্যের জবাবদিহি না পেলে বুয়েটে ঝুলবে তালা, আট দাবি শিক্ষক সমিতির

সংবাদ : আবদুল্লাহ আল জোবায়ের, ঢাবি

| ঢাকা , শুক্রবার, ১১ অক্টোবর ২০১৯

বুয়েট ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল-সংবাদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদকে হত্যায় জড়িতদের বিচার দাবিতে চতুর্থ দিনের মতো আন্দোলন করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি ছাত্র রাজনীতি নয়, কেবল ক্যাম্পাসে ‘সংগঠনভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি’র বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করছেন। অন্যদিকে বুয়েটের উপাচার্য সাইফুল ইসলাম আজ বেলা ২টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। এছাড়া অদক্ষতা ও নির্লিপ্ততার অভিযোগে বুয়েট উপাচার্যের পদত্যাগ, বুয়েটে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ, ছাত্র রাজনীতি বন্ধে

প্রশাসনের সহায়তাসহ ৭টি দাবি জানিয়েছে বুয়েট শিক্ষক সমিতি। আবরার হত্যার বিচার দাবিতে পদযাত্রা করেছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো এবং শোক র‍্যালি করেছে ছাত্রলীগ।

আবরার ফাহাদের খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা, সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজে শনাক্ত খুনিদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার করা, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্বল্পতম সময়ে আবরার হত্যা মামলার নিষ্পত্তি করা, বুয়েট ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করাসহ ১০ দফা দাবিতে গতকাল বেলা ১১টা থেকে বুয়েটে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বুয়েট শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। এ সময় তারা বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলামকে আজ দুপুর ২টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করার সময় বেঁধে দেন। অন্যথায় আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেবেন বলে ঘোষণা দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এর আগে মিছিল শেষে অন্যদিনের মতো তারা বুয়েট শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় অবস্থান নেন। এতে পলাশী, বকশীবাজারের রাস্তা দিয়ে বুয়েটে কোন যান প্রবেশ করতে পারেনি। শিক্ষার্থীরা জানান, তারা দুপুর থেকে দুই ঘণ্টা ধরে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উপাচার্যের সঙ্গে তারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেননি। উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারীর (পিএস) সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা জানতে পেরেছেন, উপাচার্য কাউন্সিল

আফসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি আছেন। তবে সেখানে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। খোলা জায়গায় গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতিতে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলেছেন শিক্ষার্থীরা।

বিকেলে আবরার ফাহাদের হত্যাকা-ের ঘটনা নিয়ে একটি পথনাটক আয়োজন করেন শিক্ষার্থীরা। তারা বাদ আসর বুয়েটের কেন্দ্রীয় মসজিদে ফাহাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। আজ সকাল থেকে তারা আবার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানা গেছে।

‘সংগঠনভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি’ বন্ধ চান শিক্ষার্থীরা : ছাত্র রাজনীতি নয়, কেবল ক্যাম্পাসে ‘সংগঠনভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি’র বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন বলে জানিয়েছেন বুয়েট শিক্ষার্থীরা। দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা তিন শিক্ষার্থী এ কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের দাবির বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন উল্লেখ করে এ জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। বুয়েটের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শীর্ষ সংশপ্তক সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে নয়। আমরাও স্বীকার করে নিই, আমাদের দেশের ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু আজ বুয়েটে যে নষ্ট ছাত্র রাজনীতি হয়েছে, যে জন্য আমরা আসলে বেঁচে থাকতে পারছি না, হলে ও

ক্যাম্পাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ত্রাসের মধ্যে থাকেÑ আমাদের আন্দোলন তার বিরুদ্ধে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বুয়েটের উপাচার্য সাইফুল ইসলামের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, এ বিষয়ে আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা বুয়েটের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী তিথি সাংবাদিকদের বলেন, উপাচার্য স্যারকে আমরা মানববন্ধনের মাধ্যমে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমরা যদি কোন দুর্ব্যবহার করে থাকি, তাহলে তার কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের সবার অভিভাবক। ওনার জন্যই ব্যাপারগুলো এত দ্রুত সুষ্ঠুভাবে হয়ে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি, এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যই সম্ভব হয়েছে।

উপাচার্যের পদত্যাগসহ আট দাবি শিক্ষক সমিতির : গতকাল বেলা পৌনে ৩টার দিকে আন্দোলনস্থলে আসেন বুয়েট শিক্ষক সমিতির নেতারা। তারা অদক্ষতা ও নির্লিপ্ততার অভিযোগে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের পদত্যাগ, বুয়েটে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ, ছাত্র রাজনীতি বন্ধে প্রশাসনের সহায়তাসহ আটটি দাবির কথা জানান। বুধবার শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সভায় ওই আট দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গতকাল এ কথা তুলে ধরেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক একেএম মাসুদ। এ সময় দশ দফা দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দাবির প্রতি সমর্থন

জানান। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি বলেন, যদি বুয়েটের উপাচার্য পদত্যাগ না করেন, তাহলে তাকে অপসারণ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হবে।

বুয়েট শিক্ষকদের সভায় গৃহীত দাবিগুলো হলো আবরার ফাহাদের হত্যাকা- জড়িত সবাইকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার করে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; আবরারের পরিবারকে মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে; আবরার ফাহাদের হত্যাকা- জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী দ্রুততম সময়ের মধ্যে বুয়েট থেকে আজীবন বহিষ্কার করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো থেকে সব অবৈধ রুম দখলকারীদের বিতাড়িত করে হলের সার্বিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে; একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে অতীতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর সংঘটিত বিভিন্ন নির্যাতন এবং র‍্যাগিংয়ের তথ্যগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনলাইনে সংগ্রহ করে দোষীদের শনাক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করতে হবে; বুয়েটে সব প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক সংগঠনভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরে সরকার ও দেশের সব রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তা চাইবে, একই সঙ্গে বুয়েটের শিক্ষকরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সব প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক দলভিত্তিক শিক্ষক রাজনীতি থেকে বিরত থাকবেন এবং অবিলম্বে অধ্যাপক সাইফুল ইসলামকে বুয়েটের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে, উপাচার্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে অপসারণের জন্য বুয়েট শিক্ষক সমিতি সরকারের দ্বারস্থ হবে।

ছাত্ররা রাজপথে না থাকলে বিচার হবে না : ভিপি নুর

‘জাতীয় স্বার্থবিরোধী সব অসম চুক্তি বাতিল ও সারা দেশে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংহতি সমাবেশ এবং গণপদযাত্রা’ করেছে ছাত্র সংগঠনগুলো। গতকাল দুপুরে ঢাবির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে বাম ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে এই পদযাত্রা শুরু হয়। পদযাত্রায় অংশ নেন ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুর। তিনি বলেন, যখনই আবরার হত্যাকা-ের মতো ঘটনা ঘটে, তখনই সরকার তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা নেয়N যাতে আন্দোলন ব্যাপক না হয়। এসব লোক দেখানো ব্যবস্থা। এসব দেখিয়ে আন্দোলন থামানো যাবে না। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি মায়ের মতো হয়ে বিচার করবেন। এগুলো কথার ফুলঝুরি। ছাত্ররা রাজপথে থাকলে প্রশাসনের টনক নড়ে। ছাত্ররা রাজপথ ছেড়ে দিলে তারা আবার আগের মতো হয়ে যাবে। এ সময় আবরার হত্যাকা-ের প্রতিবাদে ছাত্রলীগের র?্যালির বিষয়ে নুর

বলেন, যারা আবরারকে হত্যা করেছে, তারা আজ শোক র?্যালি বের করেছেÑ এটা হাস্যকর। এটা এক ধরনের প্রচ্ছন্ন হুমকি। আমরা হুমকি-ধমকিতে ভয় পাই না। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে আবরার হত্যার বিচার করতে হবে। অপরাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে, ছাত্র রাজনীতি নয়। সব ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। আবরারের রক্ত ঝরানো অসম চুক্তি আমরা বাস্তবায়ন হতে দেব না।

টর্চার সেলের সঙ্গে ছাত্রলীগ পরিচিত নয় : লেখক

বুয়েটের বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে নিয়মিত শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, টর্চার সেলের সঙ্গে ছাত্রলীগ পরিচিত নয়। টর্চার সেলের নামও ভালোভাবে জানেন না ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। একটি মহল চক্রান্ত করে ছাত্রলীগের সঙ্গে টর্চার সেলকে জড়াচ্ছে। বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করার প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রলীগের শোক র‍্যালি শেষে তিনি এমন দাবি করেন। গতকাল দুপুরে মধুর ক্যান্টিন থেকে এই র‍্যালি বের হয়। র?্যালিটি টিএসসি, শহীদ মিনার, ফুলার রোড এলাকা হয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান বলেন, কোন ব্যক্তির দায় সংগঠন নেবে না। ছাত্রলীগের সুনাম

নষ্টকারীরা কোনভাবেই ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না।